

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১৭. হযরত দাউদ (আলাইহিস সালাম) রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রারম্ভিক

বিপুল শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী নবী ছিলেন মাত্র দু'জন। তাঁরা হ'লেন পিতা ও পুত্র দাউদ ও সুলায়মান (আঃ)। বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) এলাকায় তাঁদের রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তাঁরা ছিলেন সর্বদা আল্লাহর প্রতি অনুগত ও সদা কৃতজ্ঞ। সেকারণ আল্লাহ তার শেষনবীকে সাম্বনা দিয়ে বলেন, رص) بَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّا لِنَّا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّا لِنَّ لَا لَالْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّا لِنَّ لَا لَا لَا لَا لَالْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّا لِنَّ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَالْكَ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

উল্লেখ্য যে, হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের ৯টি সূরায় ২৩টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[2] তিনি ছিলেন শেষনবী (ছাঃ)-এর আগমনের প্রায় দেড় হাযার বছরের পূর্বেকার নবী[3] দাউদ কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়েই শক্তিশালী হননি, বরং তিনি জন্মগতভাবেই ছিলেন দৈহিকভাবে শক্তিশালী এবং একই সাথে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান। নিয়োক্ত ঘটনায় তা বর্ণিত হয়েছে।-

ফুটনোট

- [1]. তিরমিযী, হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮, 'ঈমান' অধ্যায় 'তারুদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ-৩।
- [2]. যথাক্রমে (১) বাকারাহ ২/২৫১; (২) নিসা ৪/১৬৩; (৩) মায়েদাহ ৫/৭৮; (৪) আন'আম ৬/৮৪; (৫) ইসরা ১৭/৫৫; (৬) আম্বিয়া ২১/৭৮-৮০; (৭) নমল ২৭/১৫-১৬; (৮) সাবা ৩৪/১০-১১,১৩; (৯) ছোয়াদ ৩৮/১৭-২৬=১০; মোট ২৩টি আয়াত।
- [3]. তাফসীর মা[']আরেফুল কুরআন পৃঃ ৯৯০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4442

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন